ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৪৩৮

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

গোমতী নদীতে সোনামুড়া-দাউদকান্দির মধ্যে জলপথে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য পরিবহণ শুরু

জলপথে বাংলাদেশের সাথে পণ্য পরিবহণ রাজ্যের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

গোমতী নদীতে সোনামুড়া-দাউদকান্দির মধ্যে জলপথে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সাথে পণ্য পরিবহণ শুরু হওয়ায় ত্রিপুরার জন্য নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। আগামীদিনে এই জলপথে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তাতে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। আজ সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর নদীবন্দরে সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথে পরীক্ষামূলকভাবে নৌযান আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানি করে থাকে। এরমধ্যে প্রায় ৬৩০ কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ত্রিপুরা থেকেও বছরে ২ হাজার কোটি টাকার পণ্য রাজ্যের বাইরে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এতদিন রাজ্যে আমদানি ও রপ্তানি মূলত: সড়কপথে এবং রেলপথে হতো। সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথটি চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে পণ্য আমদানি করতে প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ খরচ কম পড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রাজ্যের উন্নয়ন করতে হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যে সড়কপথ, রেলপথ, আকাশপথ, জলপথ অর্থাৎ চর্তুদিকেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। ফলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নও দ্রুত হচ্ছে। আগে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র জীবনরেখা ছিল আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক, কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর আন্তরিক প্রয়াসের ফলে রাজ্যে সড়ক, রেল, বিমান ও জলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুলে গেছে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গত এক বছরে রাজ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৩,২৯০ কোটি টাকার প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। দিল্লী-আগরতলা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী মাত্র ২৯ মাসের মধ্যে ত্রিপুরায় জলপথের সুযোগ খুলে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিজনেস গেটওয়ে পরিণত হবে। এছাড়াও সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপন হলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সোনামুড়া-দাউদকান্দি জলপথটি চালু হওয়ার ফলে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী বানাবার যে স্বপ্ন দেখেছেন তা পূরণে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই অভ্যন্তরীন জলপথ চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি বিরাট সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গঠন করার ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নয়ন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক তার ভাষণে বলেন, আজকের দিনটি শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ঐতিহাসিক দিন। আজ সোনামুড়া নৌবন্দর আন্তর্জাতিক স্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে। রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নে এই জলপথটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে সাংসদ আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য নেতৃত্বে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হচ্ছে। বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও আরও শক্তিশালী হয়েছে। সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই ৯৩ কিমি জলপথটি চালু হওয়ায় ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মাইলস্টোন স্থাপন হয়েছে। এই জলপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে ব্যয়ও অনেক কম হবে। ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরাস্থিত বাংলাদেশের সহকারি হাই কমিশনার কিরাটি চাকমা, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারপার্সন অমিতা প্রসাদ।

****